ভারতবর্ষীয়

মিয়াদবিষয়ক

১৮৭৭ সালের ১৫ আইন।

১৮৭৯ সালের ১২ আইন, ১৮৮০ সালের ৮ আইন, ১৮৮১ সালের
৫ আইন, ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৯১ সালের
১২ আইন ও ১৮৯২ সালের ৬ আইন
দ্বারা সংশোধিত।

৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট—গরীব পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীবেণী মাধব চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪

মূল্য ০ চারি আনা।

21 JAN 09

মহিমবর শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরাল মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮৭৭ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে অনুমোদিত হইল।

১৮৭৯ সালের ১২, ১৮৮০ সালের ৮, ১৮৮১ সালের ৫ ও ১৮৮৮ সালের ৬ আইন দ্বারা সংশোধিত।

১৮৭৭ সালের ১৫ আইন।*

মোকদ্দমার মিয়াদবিষয়ক ও অন্যান্য কার্য্যের বিধানকরণার্থ আইন।

হেতুবাদ

মোকদ্দমা ও আপীল ও কোন কোন প্রার্থনাপত্র আদালতে উপস্থিত করিবার মিয়াদ-বিষয়ক আইন সংশোধন করা, এবং ভোগাধিকারক্রমে স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের অন্য সম্পত্তির স্বামিত্বপ্রাপণের বিধান করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম ভাগ।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা এই আইন 'ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা

তাহা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু ২ ও ৩ ধারার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের কোন কথা নিম্নলিখিত মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না,—

(ক) স্ত্রী প্রত্যাখ্যানবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনমত মোকদ্দমার প্রতি।

(খ) মান্দ্রাজদেশীয় ১৮৩১ সালের ৬ আইনমত মোকদ্দমার প্রতি।

যে অবধি প্রচলিত হইবে, তাহার কথা।

এই আইন ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রচলিত হইবে,

---

* ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন, ১৮৮৩ সালের ২০ আইনের ৬ ধারা অনুসারে শানষ্টেট্‌স্ ভিন্ন সাধারণতঃ সমুদায় উপর বর্ম্মা প্রদেশে; ১৮৯০ সালের ১নং রেগুলেশনের ৬ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে; ১৮৮৬ সালের ৩নং রেগুলেশনের ৬ ধারার বিধান দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত। ১৮৭২ সালের ৩নং রেগুলেশনের দ্বারা সাঁওতাল পরগণায়; ১৮৭৪ সালের ২নং রেগুলেশনের ৩ ধারা অনুসারে হাজরা জেলায় কার্য্য থাকা প্রচারিত হইয়াছে

১৮৭১ সালের ৯ আইনের উল্লেখ থাকার ও যে যে স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা প্রবল রাখার কথা ও ১৮৭২ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারা প্রবল রাখিবার কথা।

২ ধারা * ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের প্রতি যে যে উল্লেখ থাকে, তাহা এই আইনের প্রতি উল্লেখ বলিয়া পাঠ করিতে হইবে ও সেই আইন কিম্বা তদ্দ্বারা রহিত করা কোন বিধানক্রমে যে স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিম্বা নালিশ করিবার যে স্বত্ব নিবারিত হইল, এই আইনের বা সেই ৯ আইনের কোন কথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত স্বত্বের বিঘ্ন বা শেষোক্ত স্বত্ব পুনঃপ্রবল হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না। ও এই আইনের কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৫ ধারার ব্যতিক্রম হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না †

অর্থ করিবার ধারা

৩ ধারা এই আইনগত বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা ধরিয়া বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হইলে,—

বাদী অন্য যে ব্যক্তি হইতে বা যাঁহার দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন, বাদী শব্দে তিনিও গণ্য যে ব্যক্তি হইতে কি যাঁহার দ্বারা প্রার্থক প্রার্থনা করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন, প্রার্থক শব্দের মধ্যে তিনিও গণ্য ও যে ব্যক্তি হইতে বা যাঁহার দ্বারা প্রতিবাদীর নামে অভিযুক্ত হওয়ার দায় ঘটে, প্রতিবাদী শব্দের মধ্যে তিনিও গণ্য।

চুক্তিদ্বারা উত্থাপিত স্বত্ব ভিন্ন যে স্বত্বক্রমে এক ব্যক্তি অন্যের মৃত্তিকার কোন অংশ কিম্বা অন্যের ভূমিজাত ভূমিতে সংলগ্ন কি স্থিত কোন বিষয় স্থানান্তর কি স্বীয় লভ্যার্থে প্রয়োগ করিতে স্বত্ববান্ হন, স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব শব্দে সেই স্বত্বও গণ্য ‡

বিল অফ এক্সচেঞ্জ শব্দে হুণ্ডী ও চ্যাক গণ্য

নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা বিষয়বিশেষে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা না গেলে, এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবে, এই মর্ম্মের নিয়মে কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্র করিয়া অন্যকে টাকা দিতে আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন, প্রতিজ্ঞাপত্র শব্দের মধ্যে সেই নিদর্শনপত্রও গণ্য।

নিরূপিত সময়ে দাওয়া হইলেই কি এই অঙ্গীকারপত্র দেখাইলেই অমুককে একেবারে নির্দ্ধারিত এত টাকা দিব বলিয়া নিদর্শনপত্র-লেখক যে অঙ্গীকার করেন, "অঙ্গীকারপত্র" শব্দে সেই নিদর্শনপত্র জানিতে হইবে

বেনামিদার, কিম্বা বন্ধকের টাকা শোধ হইলে পর যে বন্ধকগ্রহীতা অধিকার করিতে থাকেন এবং অন্যায়কারী যে ব্যক্তি স্বত্বব্যতীত অধিকার করেন, ইহাঁরা 'ট্রষ্টী' শব্দের মধ্যে গণ্য নহেন,

"মোকদ্দমা" শব্দের মধ্যে আপীল কি প্রার্থনাপত্র গণ্য নয়

---

* ১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদটী রদ হইল

† ২ ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদ ১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রদ হইল। সেই জন্য তৃতীয় অনুচ্ছেদ তুলিয়া দেওয়া হইল

‡ "স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্বের" সংজ্ঞা মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, কূর্গ, বোম্বে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, এবং অযোধ্যায় রদ হইল। ১৮৮২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮৯১ সালের ৮ আইন দেখ

পূর্ব্বাপর কথায় যে দলীলের বা যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উল্লেখ হয়, সেই দলীল সম্পাদনের বা সেই ডিক্রীতে কি আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণের সময়ে ও স্থানে দলীল রেজিষ্টরী করণের যে আইন প্রবল থাকে, "রেজিষ্টরী" শব্দে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই আইনমতে নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা বুঝাইবে

"ভিন্নদেশ" শব্দে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ভিন্ন কোন দেশ বুঝাইবে

কোন কার্য্য উপযুক্ত অবধানতা ও মনোযোগক্রমে না করা গেলে, তাহা "সরলভাবে" করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ।

মোকদ্দমা ও আপীল ও প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার মিয়াদের বিধি।

মিয়াদ গত হইলে পর মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে ডিস্‌মিস্ করিবার কথা

৪ ধারা এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে মোকদ্দমার কি আপীলের কি প্রার্থনাপত্রের নিমিত্ত যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল, সেই মিয়াদ গত হইলে পর, উক্ত কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে, মিয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি না হইলেও, ৫ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা —আবেদনপত্র যে সময়ে উপযুক্ত কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তাহাই সচরাচর মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়। পাপরের মোকদ্দমা হইলে পাপররূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র যে সময়ে নথীতে দেওয়া যায় সেই সময়টি, এবং আদালত কর্ত্তৃক কোন কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণকালে তদ্বিপক্ষে দাওয়া হইলে, দাওয়াদার যে সময়ে রাজকীয় সন্নিধায়কের নিকট আপনার দাওয়া প্রেরণ করেন, সেই সময়টি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়

উদাহরণ

(ক) নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় প্রতিবাদী মিয়াদ গত হইল বলিয়া আপত্তি করিলেন না, ও বাদীর পক্ষে ডিক্রী হইল প্রতিবাদী আপীল করেন, আপীল-আদালতের সেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিতে হইবে

(খ) নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর আপীল উপস্থিত করা গেলে, তাহা গ্রাহ্য হইয়া রেজিষ্টরী করা গেলেও আপীল ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে

মিয়াদ অতীত হওনকালে আদালত বন্ধ থাকিলে তদ্বিষয়ক উপবিধি

৫ ধারা * আদালত যে দিনে বন্ধ থাকে, এমন দিনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি

---

*আপীল সম্বন্ধে ৫ ধারার বিধান দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৮০, ৫৫৬, ৩৬০, ও ৩১ ধারার অনুসারে আবেদন সম্বন্ধে খাটে

প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ ফুরাইলে, আদালত যে দিনে পুনশ্চ খোলা যাইবে, ঐ মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনাপত্র সেই দিনে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আপীল ও পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র বিষয়ক উপবিধি।

আপীল কিম্বা বিচারপত্র পুনরালোচনা হওনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলেও, আপেলান্ট কি প্রার্থক বিশিষ্ট কারণে সেই মযাদের মধ্যে আপীল কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিলেন না, এই বিষয়ে আদালতের হৃদ্বোধ জন্মাইলে, সেই আপীল কি প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৫ক। কোন বিভাগ, প্রদেশ বা জেলার উচ্চতম আদালতের কোন আদেশ বা রীতি বা রায়ের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ও তদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া কোন আপেল্যান্ট বা আবেদনকারী আপীল ও পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনার আবেদনপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া কোন আপীল বা পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত আদালতে দাখিল করিলে ও উক্ত আদালতের ঐ অবস্থার সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত করিলে ঐ আপীল বা দরখাস্ত অন্য কোন প্রকারে আইন বিরুদ্ধ না হইলে তন্নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে দাখিল করা হইয়াছে, ইহা সকল আদালত সর্ব্বার্থে গ্রহণ করিবেন।

মিয়াদবিষয়ক বিশেষ ও স্থানীয় আইনের কথা

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থানে বিশেষ কি স্থানীয় যে আইন এক্ষণে প্রবল আছে, বা ভাবিকালে প্রচলিত হইবে, এমত কোন আইনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার বিশেষ মিয়াদ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এই আইনের কোন কথা দ্বারা ঐ নির্দ্ধারিত মিয়াদের ব্যতিক্রম কি পরিবর্ত্তন হইবে না।

ব্যবস্থামত অক্ষমতার কথা

৭ ধারা। মিয়াদ যে সময়াবধি ধরিতে হইবে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ববান ব্যক্তি সেই সময়ে অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা বিকৃতমনা কিম্বা জড় হইলে, তদ্রূপ অবস্থায় না থাকিলে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের তৃতীয় ঘরে তাহার ঐ মোকদ্দমা কি প্রার্থনা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে, তিনি ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সময় অবধি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনা উপস্থিত করিতে পারিবেন

দ্বিগুণ অক্ষমতার ও এক প্রকারের অক্ষমতা ক্রমশঃ বর্ত্তিলে তদ্বিষয়ক কথা

মিয়াদের হিসাব যে সময়াবধি ধরিতে হইবে, সেই সময়ে যদি তাঁহার তদ্রূপ দ্বিবিধ অক্ষমতা হয়, কিম্বা এক প্রকারের অক্ষমতা রহিত হইতে না হইতে, যদি তাঁহার অন্য প্রকারের অক্ষমতা ঘটে, তবে অক্ষমতা না ঘটিলে পূর্ব্বোক্ত সময়াবধি যে মিয়াদ চলিত, উভয় প্রকারের অক্ষমতা রহিত হওয়ার পর, তিনি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন

যদি তাঁহার সেই অক্ষমতা মরণ পর্য্যন্ত থাকে, তবে স্থানান্তরে পূর্ব্বোক্ত সময়াবধি যে

মিয়াদ চলিত, ঐ ব্যক্তির স্বার্থপক্ষে যিনি আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি তাঁহার মরণকালাবধি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন।

স্থলাভিষিক্তের অক্ষমতাবিষয়ক কথা।

উক্ত ব্যক্তির মরণের তারিখে যদি ঐ স্থলাভিষিক্তের প্রতি তদ্রূপ কোন অক্ষমতা বর্ত্তে, তাহা হইলে এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের বিধি বর্ত্তিবে।

ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায় এই ধারার কোন কথা বর্ত্তে না ও মোকদ্দমা ব প্রার্থনাপত্র যে মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে, ঐ ব্যক্তির অক্ষমতা রহিত হওয়ার কিম্বা অক্ষম ব্যক্তির মরণের সময়াবধি সেই মিয়াদ তিন বৎসরের অধিককাল যে বৃদ্ধি হইবে, এই ধারার কোন কথার দ্বার এমত জ্ঞান করিতে হইবে না

উদাহরণ

(ক) আনন্দের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তাহার কোন নৌকার ভাড়া পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব বর্ত্তে সেই স্বত্ব বর্ত্তিবার চারি বৎসর পর তিনি প্রাপ্তব্যবহার হন। প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার তারিখ অবধি তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

(খ) আনন্দের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তাঁহার প্রতি কোন মৃত ব্যক্তির দত্ত ধন পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব বর্ত্তিলে, তিনি একাদশ বৎসর পরে প্রাপ্তব্যবহার হন তৎসময়ে সাধারণ আইনমতে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কেবল এক বৎসর মিয়াদ থাকে, কিন্তু এই ধারামতে আর দুই বৎসর বৃদ্ধি হইয়া প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার তারিখ অবধি তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সর্ব্বশুদ্ধ তিন বৎসর মিয়াদ থাকিবে

(গ) যদুর অপ্রাপ্তব্যবহার কালে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্ত্তে বর্ত্তিবার পর কিন্তু প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার পূর্ব্বে তিনি ক্ষিপ্ত হন তাঁহার ক্ষিপ্ততা ও অপ্রাপ্তব্যবহারিতা দোষ যে তারিখে রহিত হয়, সেই তারিখ অবধি তাঁহার পক্ষে মিয়াদ চলিবে

(ঘ) হরির অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্ত্তে প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তদীয় অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তান যদু তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। যদু যে তারিখে প্রাপ্তব্যবহার হন, সেই তারিখ অবধি তাঁহার পক্ষে মিয়াদ চলিবে।

(ঙ) পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যে পদ ধারণ হইয়া থাকে, আনন্দের সেই পদ পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্ত্তে, কিন্তু তৎকালে তিনি ক্ষিপ্ত ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার ছয় বৎসর পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হন সাধারণ আইনমতে তাঁহার স্বাস্থ্য প্রাপণের সময়াবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ছয় বৎসর মিয়াদ আছে এই ধারামতে সেই মিয়াদ বৃদ্ধি হইবে না

(চ) প্রজার স্থানে আনন্দ নামক ভূম্যধিকারীর কোন ভূমির অধিকার পাইবার স্বত্ব বর্ত্তে; কিন্তু তিনি জড়। ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার সময়াবধি তিন বৎসর গত হইলে, তিনি সেই জড়াবস্থায় মরেন সাধারণ আইনমতে আনন্দের মরণের পর তাঁহার স্বার্থপক্ষে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার নয় বৎসর মিয়াদ আছে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে সময়ে

স্থলাভিষিক্তের পদপ্রাপ্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার প্রতি অযোগ্যতা না বর্ত্তিলে, এই ধারামতে সেই মিয়াদ বৃদ্ধি হইবে না।

সাধারণ মহাজনের মধ্যে এক ব্যক্তির অক্ষমতার কথা

৮ ধারা। সাধারণ অনেক মহাজনের কি দাওয়াদারের মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত প্রকারের অক্ষম হইলে, ও তাঁহার সম্মতি না থাকিলে ও ঋণের শোধপত্র দেওয়া যাইতে পারিলে, তাঁহাদের সকলের পক্ষে মিয়াদ চলিবে। কিন্তু তদ্রূপ শোধপত্র দেওয়া যাইতে পারিলে, তাঁহাদের কোন একজন অন্যদের সম্মতি বিনা শোধপত্র দিবার সক্ষম না হওন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ মিয়াদ চলিবে না।

উদাহরণ

(ক) বলরাম ও চন্দ্র ও দিননাথ যে কুঠীর অংশী আছেন, আনন্দ ঐ কুঠীর নিকট ঋণী উক্ত তিন জনের মধ্যে বলরাম ক্ষিপ্তমনা ও চন্দ্র প্রাপ্তব্যবহার কিন্তু উহাদের শোধপত্র দিতে সক্ষম এমন স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দিননাথ এই তিন ব্যক্তিরই পক্ষে মিয়াদ চলিবে

(খ) ঈশান ও পবন ও গগন যে কুঠীর অংশী ছিলেন, আনন্দ ঐ কুঠীর নিকট ঋণী। ঈশান ও পবন ক্ষিপ্তমনা ও গগন অপ্রাপ্তব্যবহার ঈশান বা পবন যত কাল প্রকৃতিস্থ না হন বা গগন যত কাল প্রাপ্তব্যবহার না হন, ততকাল তাঁহাদের পক্ষে মিয়াদ চলিবে না

মিয়াদ চলিতে থাকিবার কথা।

৯ ধারা মিয়াদ একবার চলিতে লাগিলে তৎপরে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন অযোগ্যতা কি অক্ষমতাহেতুক স্থগিত হইবে না

কিন্তু মহাজনের দ্রব্য নিরূপণাধিকারবিষয় পত্র খাতককে দেওয়া গিয়া থাকিলে, ঐ দ্রব্য নিরূপণাধিকার কার্য্য যত দিন চলে, ঋণ আদায় করণার্থ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদ তত দিন স্থগিত থাকিবে

বিশেষ ন্যাসধারীর ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তের নামে
মোকদ্দমার কথা

১০ ধারা কোন ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্যের নিমিত্ত সম্পত্তি ন্যস্ত থাকিলে ইহার পূর্ব্বভাগে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও তাঁহার কি তদীয় আইনমত স্থলাভিষিক্তদের বা (মূল্যবান পারিতোষিকের নিমিত্ত যিনি অর্পণক্রমে গ্রহীতা হন তদ্ভিন্ন) অন্য যাঁহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পিত হয়, তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির সন্ধান লওনার্থে তাঁহার কি তাঁহাদের নামে কোন মিয়াদের সীমাক্রমে মোকদ্দম উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না

ভিন্ন দেশে কৃত চুক্তিমূলক মোকদ্দমার কথা

১১ ধারা ভিন্ন দেশে চুক্তি করা গেলে, ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সেই মোকদ্দমায় এই আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধি বর্ত্তিবে।

ভিন্ন দেশীয় মিয়াদবিষয়ক আইনের কথা

ভিন্ন দেশে চুক্তি করা গেলে, তাহার উপর যদি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে মিয়াদবিষয়ক ভিন্নদেশীয় বিধিক্রমে চুক্তি লোপ না হইয়া থাকিলে, এবং উভয়পক্ষ

ঐ বিধিব নির্দ্ধাবিত তবৎকাল সেই দেশে বাস না করিতে থাবিবে, সেই বিধি ঐ মোকদ্দমাব প্রতিবাদস্বরূপ হইবে না।

তৃতীয় ভাগ।

মিয়াদনিরূপণকরণবিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব যে দিনে বর্ত্তে, তাহা না ধরিবার কথা।

১২ ধারা কোন মোকদ্দমার কি আপীলেব কি প্রার্থনাপত্রের নির্দ্ধাবিত মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে ঐ মিয়াদ যে দিনাবধি চলিবে, সেই দিন ধবিতে হইবে না

আপীল ও কোন কোন প্রার্থনাপত্র সম্পর্কে দিন না ধবিবার কথা

আপীলের এবং পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের এবং বিচারপত্রেব পুনরালোচনা হওযার প্রার্থনাপত্রেব নির্দ্ধাবিত মিয়াদেব হিসাব কবিতে হইলে, যে বিচারের বিষযে আপত্তি হয়, তাহা প্রচার হওয়াব দিন, এবং যে ডিক্রীব বা দণ্ডাজ্ঞাব বা আজ্ঞাব উপর আপীল করা যায়, কিম্বা যাহাব পুনরালোচনা করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রী প্রভৃতির নকল পাইবাব যত সময় প্রযোজন, সেই সময় ধরিতে হইবে না

ডিক্রীব উপর আপীল হইলে কিম্বা পুনরালোচনা হওয়াব চেষ্টা হইলে, সেই ডিক্রী যে বিচাবমূলক হয, সেই বিচাবপত্রেব নকল পাইতে যত সময় প্রয়োজন, তাহা ধরিতে হইবে না।

মীমাংস অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্রেব নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইলে, ঐ মীমাংসাপত্রের নকল পাইবার যত সময প্রয়োজন, তাহা ধবিতে হইবে না

ব্রিটিষ ভাবতবর্ষের মধ্যে প্রতিবাদীর না থাকাব কাল না ধরিবাব কথা।

১৩ ধারা কোন মোকদ্দমাব নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব কবিতে হইলে, প্রতিবাদীর ভাবতবর্ষেব মধ্যে না থাকব সময় মিয়াদেব মধ্যে ধরা যাইবে না

যাহাব এলাকা নাই, এমত আদালতে সবলভাবে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার সময ত্যাগ করিবাব কথা।

১৪ ধারা প্রথম উপস্থিত কবা কিম্বা আপীলী মোকদ্দমা বিচার করিবার যে আদালত বিচারাধিপত্যের অভাবে কিম্বা তদ্রূপ অন্য কারণে মোকদ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হন, বাদী এমত আদালতে সরলমনে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে পর, যদি সেই প্রতিবাদীর নামে, নালিশ করিবার সেই হেতুমূলক অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদেব হিসাব কবিতে হইলে, বাদী যে সময় ঐ প্রথম মোকদ্দমা যত্নক্রমে চালাইতেছিলেন, সেই সময ঐ মিয়াদের মধ্যে ধবিতে হইবে না

দেওয়ানী মোকদ্দমাব কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২০ ধারামত আজ্ঞা হইলে তদ্রূপে দিন ত্যাগ কবিবার কথা

দেওযানী মোকদ্দমাব কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনেব ২০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে মোকদ্দমার

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করা গেলে, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ও আনুষ্ঠানিক কার্য্য তদ্রূপে স্থগিত করণের তারিখের মধ্যে যত সময় ও যে আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইলে, তথা হইতে অন্য যে আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করা যাইবে, তথায় যাইতে যত সময় প্রয়োজন, ঐ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করণে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে তদ্রূপ দিন ত্যাগ করিবার কথা।

কোন প্রার্থনাপত্রে নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইলে, বিচারাধিপত্যের অভাব প্রযুক্ত কিম্বা তদ্রূপ অন্য কারণে যে আদালত উপকার করিতে অক্ষম, প্রার্থক সরলভাবে সেই আদালতের নিকট যে সময় সেই উপকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

প্রথম ব্যাখ্যা। পূর্ব্ব মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র যে সময়ে উপস্থিত ছিল বা করা যাইতেছিল, সেই সময় ত্যাগ করিতে গেলে, ঐ মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্রে যে দিনে উপস্থিত করা ও যে দিনে সেই মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয়, সেই দুই দিন ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আপীল উপস্থিত করা গেলে বাদী বিচারাধিপত্য নাই বলিয়া সেই আপীলের আপত্তি করিলে, এই ধারার অর্থগতে মোকদ্দমা চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

নিষেধসূচক বা অন্য আজ্ঞা দ্বারা মোকদ্দমার আরম্ভ করণ স্থগিত থাকিলে সেই সময় না ধরিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন নিষেধ কিম্বা আজ্ঞাক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ স্থগিত হইলে, ঐ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে, ঐ নিষেধ কিম্বা আজ্ঞা প্রবল থাকার সময়, ও যে দিনে ঐ আজ্ঞা প্রচার করা গেল ও যে দিনে তাহা উঠাইয়া লওয়া গেল, সেই দিন ধরিতে হইবে না।

ডিক্রীগত খাতক যে সময়ে ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেই সময় ত্যাগ করিবার কথা।

১৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ক্রেতা অধিকার পাইবার যে মোকদ্দমা করেন, সেই মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইলে, ডিক্রীগত খাতক যত দিন ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তত দিন ধরিতে হইবে না।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব না বর্ত্তিতে বর্ত্তিতে মৃত্যু হইলে তাহার ফলের কথা।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যদি মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান্ হইতেন, তবে ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার পূর্ব্বে মরিলে, মৃত ব্যক্তির স্বার্থপক্ষে আইনমত যে স্থলাভিষিক্ত মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারে, এমত স্থলাভিষিক্ত হওনের সময়াবধি মিয়াদের হিসাব ধরিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যদি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার

স্বত্ব বর্ত্তিত হওনের ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাদী ঐ মৃত ব্যক্তির আইনমত যে স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারেন, এমত স্থলাভিষিক্ত হওনের সময়াবধি মিয়াদ ধরিতে হইবে

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণের বা স্থাবর সম্পত্তি অধিকার কিম্বা পুরুষপৌরাদিক্রমে ভোগ্য পদ পাইবার মোকদ্দমার প্রতি এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কোন কথা বর্ত্তে না।

প্রতারণার ফলের কথা

১৮ ধারা কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ব থাকিলেও, প্রতারণাক্রমে সেই স্বত্ব কিম্বা তাহা যে অধিকারমূলক হয়, তাহা তাহার হইতে গুপ্ত রাখা গেলে

কিম্বা তদ্রূপ স্বত্ব স্থাপন করণার্থে যে দলীল আবশ্যক হয়, তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রতারণাক্রমে গুপ্ত রাখা গেলে

(ক) যে ব্যক্তি ঐ প্রতারণার অপরাধী কি তৎসহায় হয় তাহার নামে কিম্বা

(খ) সরলভাবে ও মূল্যবান পারিতোষিক প্রযুক্ত যিনি দাওয়াদার হন, তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি তাহার দ্বারা দাওয়া করে তাহার নামে

মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার মিয়াদ এইরূপে ধরিতে হইবে

ঐ প্রতারণাদ্বারা যে ব্যক্তির হানি হয় তিনি যে সময়ে তাহা প্রথম জানিতে পাইলেন, কিম্বা দলীল লুকায়িত করা গেলে, তিনি প্রথম যে সময়ে তাহা প্রকাশ করিবার কিম্বা বলক্রমে প্রকাশ করাইবার উপায় পান, সেই সময়াবধি ঐ মিয়াদ ধরিতে হইবে

স্বীকারপত্রের ফলের কথা

১৯ ধারা কোন সম্পত্তির কি স্বত্বের নিমিত্ত মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হওনের পূর্ব্বে যাহার উপর ঐ সম্পত্তির কি স্বত্বের দাওয়া হয়, তাঁহার, কিম্বা যাঁহার দ্বারা স্বত্বের কি দায়ের উদ্ভব হয়, সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরিত কোন লিখনে যদি তিনি সেই সম্পত্তি কি স্বত্ব সম্পর্কে আপনাকে দায়ী বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ঐ স্বীকার পত্রে যে সময়ে স্বাক্ষর করা যায়, সেই সময়াবধি মূল দায়ের ভাবানুসারে নূতন মিয়াদ চলিবে

সেই স্বীকারপত্রে তারিখ না থাকিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবার সময়ের বাচনিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে কিন্তু ঐ পত্রের মর্ম্মের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না

প্রথম ব্যাখ্যা উক্ত স্বীকারপত্রে সম্পত্তির কি স্বত্বের যথার্থ ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও, কিম্বা টাকা শোধ করিবার সময় কি দিবার কি কার্য্য সাধন কি সম্পত্ত্যাদি ভোগ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিম্বা সেই টাকা দিব না কি শোধ করিব না কি সেই কর্ম্ম করিব না বা ভোগ করিতে দিব না এমত কথা লেখা থাকিলেও, কিম্বা তৎসহিত অন্য বিপরীত দাওয়া ব্যক্ত করা গেলেও, কিম্বা সম্পত্তির কি স্বত্বের স্বত্ববান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে লেখা গেলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ স্বীকারপত্র প্রচুর হইবে

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। কোন ব্যক্তি নিজে স্বাক্ষর করিলে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিয়ম মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মক বক স্বাক্ষর করিলে, "স্বাক্ষর" শব্দে সেই স্বাক্ষর জানিতে হইবে

ঋণাদির সুদ বলিয়া সুদ দিবার ফলেব কথা

২০ ধারা ঋণ শোধ কবিবার কিম্বা মৃত ব্যক্তির নিরূপিত ধন দিবাব ভার যে ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তে, তিনি কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে তাঁহাব নিয়মমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকাবক, নির্দ্ধারিত মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ ঋণের কি ধনের উপব সুদ বলিয়া সুদ দিলে।

মুল টাক ব একাংশ দিবার ফলের কথা

অথবা খাতক কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক নির্দ্ধারিত মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বে মূল ঋণের কিয়দংশ দিলে।

উক্ত সুদ কি টাকা দিবাব সময়াবধি মূল দায়ের ভাবানুসারে নূতন মিয়াদ চলিতে থাকিবে।

পরন্তু মূল ঋণের একাংশ দেওয়া গেলে প্রয়োজন যে, ঐ টাকা যে ব্যক্তি দিলেন, টাকা দেওয়ার কথা তাঁহাব নিজ হস্তাক্ষবে লেখা থাকে।

বন্ধকী ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া স্বীকার করণের ফলের কথা

বন্ধকী ভূমির বন্ধকগ্রহীতার অধিকাবে থাকিলে ঐ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য পাইলাম বলিয়া যে স্বীকারপত্র দেওয়া যায়, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে টাকা দেওয়া হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

সাধারণ অনেক চুক্তিকারক প্রভৃতিব মধ্যে একজন স্বীকারপত্র বা টাকা দিলেও অন্যের দায়ী হইতে না পারিবার কথা

২১ ধারা। অনেক জন যৌতায় চুক্তিকারক কি অংশী কি উইলক্রমে নিরূপিত কার্য্য সম্পাদক কি বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে এক কি কএকজন, বা তাহার কি তাঁহাদের পক্ষ কর্ম্মকারক, টাকা প্রাপ্তির স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বা টাকা দিলেন কেবল এই কারণে ১৯ ও ২০ ধারার কথাক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অন্য ব্যক্তি দায়ী হইবেন না

অন্যের পরিবর্ত্তে বা নূতন বাদীর কি প্রতিবাদীর নাম লিখিবার ফলেব কথা।

২২ ধারা মোকদ্দমা উপস্থিত কবা গেলে পর যদি কোন বাদীর কি প্রতিবাদীর পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখা কিম্বা নূতন ব্যক্তির নাম সংযোগ করা যায়, তবে যে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে এক পক্ষ করা যায় তাহার পক্ষ মোকদ্দম সেই সময়াবধি উপস্থিত কবা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে

প্রথম বাদী মরিলে তদ্বিষয়ক উপবিধি।

পরন্তু বাদী মরিলে ও তাঁহাব আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা চালাইতে থাকিলে, মৃত বাদীর দ্বারা মোকদ্দমা যে সময়ে উপস্থিত করা যায়, তাহারাও পক্ষে মোকদ্দমা সেই সময়াবধি উপস্থিত করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রথম প্রতিবাদী মরিলে তদ্বিষয়ক উপবিধি

আরও প্রতিবাদী মরিলে ও তাঁহাব আইনমত স্থলাভিষিক্তেব নামে মোকদ্দমা চলিতে থাকিলে, মৃত প্রতিবাদীর নামে মোকদ্দমা যে সময়ে উপস্থিত করা যায়, তাঁহার পক্ষেও মোকদ্দমা সেই সময়াবধি উপস্থিত করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

চুক্তি ভঙ্গ বা অন্যায় কার্য্য চলনের কথা।

২৩ ধারা চুক্তি ক্রমশঃই ভঙ্গ হইতে থাকিলে, ও চুক্তি ভিন্ন অন্যায় কার্য্য ক্রমশঃই চলিতে থাকিলে, ঐ চুক্তিভঙ্গ বা বিষয় বিশেষে ঐ অন্যায় চলন সময়ে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অবধি নূতন মিয়াদ চলিতে থাকে

বিশেষ হানি না হইলে যে কার্য্য লইয়া মোকদ্দমা হইতে না পারে সেই কার্য্য হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২৪ ধারা কোন ক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষ হানি না হইলে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের হেতুর উদ্ভব না হয়, তবে সেই ক্রিয়া জন্য হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, ঐ হানি যে সময়ে ঘটে, সেই সময়াবধি ঐ মোকদ্দমার মিয়াদের হিসাব ধরিতে হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন ক্ষেত্রের উপরিভাগের অধিকারী বলরাম অন্তর্ভাগের অধিকারী। তিনি সেই ভূমির অন্তর খনন করিয়া কয়লা বাহিত করেন, তাহাতে প্রথমে ভূমির উপরিভাগের হানি দেখা গেল না, পশ্চাৎ উপরিস্থ ভূমি ক্রমে বসিয়া যায় আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহিলে, সেই বসিয়া যাইবার সময়াবধি মিয়াদ চলে।

(খ) গ্লানিসূচক কোন কথাদ্বারা বিশেষ হানি না জন্মাইলে, শুদ্ধ সেই কথার হেতু নালিশ হইতে পারে না, কিন্তু আনন্দ বলরামের বিষয়ে এমত কথা কহিলে ও প্রকাশ করিলে চন্দ্র বলরামকে কেরাণীর কর্ম্ম দিতে অস্বীকার করিলেন। বলরাম সেই গ্লানিসূচক কথা হেতুক আনন্দের নামে হানিপূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, চন্দ্রের অস্বীকার করণের সময়াবধি ঐ মিয়াদ আরম্ভ হয় তৎপূর্ব্বে নয়।

নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত সময়ের হিসাবের কথা।

২৫ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে সকল নিদর্শনপত্র গ্রেগরিয়ন্ ক্যালেণ্ডার নামক ইংরাজী পঞ্জিকা মত সন ও মাস ধরিয়া লেখা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে

উদাহরণ।

(ক) এক জন হিন্দু অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের তারিখ অবধি চারি মাসে টাকা শোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়া কেবল বাঙ্গালা তারিখ লিখিলেন। ইংরাজী পাঁজির হিসাবমতে ঐ পত্রের তারিখ ধরিয়া, চারি মাস গত হইলে পর, সেই পত্রের উপর মোকদ্দমার মিয়াদ চলিবে।

(খ) কোন হিন্দু এক বৎসরের মধ্যে টাকা ফিরিয়া দিবার খৎ লিখিয়া কেবল বাঙ্গালা তারিখ দেন এমন স্থলে ইংরাজী পাঁজির হিসাবমতে ঐ খতের তারিখ ধরিয়া তদবধি এক বৎসর গত হইলে পর ঐ খতের উপর মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের হিসাব চলিবে।

চতুর্থ ভাগ।

অধিকার দ্বারা স্বামিত্ব প্রাপণের বিধি।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপ স্বত্ব প্রাপণের কথা।

২৬ ধারা* যদি কোন বাটীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাটীতে প্রবেশের পথ, ও সেই বাটীর নিমিত্ত আলো ও বায়ুর ব্যবহার বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপে অবিচ্ছেদ স্বত্বস্বরূপে ভোগ হইয়া থাকে,

ও কোন ব্যক্তি কোন পথের কি জলপ্রণালীর কিম্বা কোন জলের ব্যবহার অথবা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের দাওয়া করিলে, যদি তিনি স্বাচ্ছন্দ্যভোগ ও স্বত্বস্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ কি অবাধিত হইয়া শান্তভাবে ও প্রকাশ্যরূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন,

তবে সেই প্রবেশের পথ, ও আলোর ও বায়ুর ব্যবহারের, ও পথের ও জলপ্রণালীর, ও জল ব্যবহারের বা অন্য স্বাচ্ছন্দ্যভোগের প্রতি তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহা দৃঢ় ও অলঙ্ঘনীয় হইবে।

উক্ত বিশ বিশ বৎসরের দুই মিয়াদের কথা লইয়া আপত্তি থাকিলে, ঐ আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই বৎসরের মধ্যে যেন ঐ মিয়াদের অবসান হয়, এমত জ্ঞান করিতে হইবে

ব্যাখ্যা দাওয়াদার ভিন্ন কোন ব্যক্তির কার্য্য দ্বারা বাধা হওয়া প্রযুক্ত অধিকার কি ভোগ প্রকৃত প্রস্তাবে রহিত না হইলে, এবং দাওয়াদার তাহার নোটিস পাইলে পর ও সেই বাধা কে করিয়াছেন বা কাহার অনুমতিতে করা গিয়াছে ইহার নোটিস পাইলে পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই বাধা স্বীকার না করিলে বা তাহাতে সম্মত না হইলে এই ধারার অর্থানুসারে স্বত্ব-ভোগের বিচ্ছেদ হয় না।

উদাহরণ

(ক) পথ স্বত্বের বাধা হইয়াছে বলিয়া ১৮৮১ সালের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়। প্রতিবাদী ঐ বাধা স্বীকার করেন, কিন্তু পথস্বত্ব স্বীকার করেন না। বাদী ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে শান্তভাবে ও প্রকাশ্যরূপে ঐ পথস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন, ইহার প্রমাণ করিয়া, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগরূপে ও স্বত্বস্বরূপে ঐ স্বত্বের অধিকারের দাওয়া করেন। বাদী ডিক্রী পাইবার স্বত্ববান।

(খ) ১৮৮১ সালে সেই প্রকারের অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বাদী ১৮৫৮ সাল অবধি ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মতে স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কেবল ইহার প্রমাণ করেন। এই স্থলে ঐ স্বত্ব ভোগী ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব দুই বৎসরের মধ্যে সেই স্বত্বের ব্যবহার করিবার প্রমাণ না করাতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে।

* ২৬ ও ২৭ ধারা মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, কুর্গ, বোম্বে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যায় রহিত হইল। ১৮৮২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারা ও ১৮৯১ সালের ৮ আইন দেখ

(গ) তদ্রূপ অন্য মোকদ্দমায় বাদী দেখাইলেন যে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তভাবে ও প্রকাশ্যরূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিলেন, কিন্তু উক্ত বিশ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে বাদী প্রতিবাদীর নিকটে সেই স্বত্ব ভোগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, প্রতিবাদী ইহার প্রমাণ করিলে, মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির কিয়ৎকালীন অধিকারের যিনি অধিকারী হইবেন তাঁহার সপক্ষ বিধি

২৭ ধারা। পরন্তু যে ভূমির কি জলের উপর বা যাহা হইতে কোন স্বাচ্ছন্দ্য স্বত্ব ভোগ করা যায় বা উৎপন্ন হয়, যদি সেই ভূমি কি জল কেবল যাবজ্জীবনের নিমিত্ত, কিম্বা ঐ স্বাচ্ছন্দ্য স্বত্ব প্রদানের সময়াবধি তিন বৎসরের অধিক কএক বৎসর মিয়াদের নিমিত্ত প্রবল কোন স্বার্থের বলে ভোগ হইয়া থাকে, তবে সেই স্বার্থ বা মিয়াদ রহিত হইলে ঐ ভূমিতে কি জলে যে ব্যক্তির অধিকার জন্মে তিনি সেই স্বার্থ কি মিয়াদ রহিত হওয়ার পর, তিন বৎসরের মধ্যে ঐ দাওয়ার আপত্তি করিলে, শেষোক্ত বিশ বৎসর মিয়াদের হিসাব করণে ঐ স্বার্থ বা মিয়াদের চলন সময় ঐ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

উদাহরণ

বলরামের ভূমির উপর পথস্বত্ব আছে, ইহা নির্ণয় করণার্থে আনন্দ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পঁচিশ বৎসর অবধি সেই স্বত্ব ভোগের প্রমাণ করেন, পরন্তু সেই ভূমিতে চন্দ্রমণি নাম্নী হিন্দু বিধবার জীবন পর্য্যন্ত অধিকার থাকাতে উক্ত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তিনি দশ বৎসর ভোগ করিলেন, তাঁহার মরণান্তর বলরামের অধিকার জন্মে ও চন্দ্রমণির মরণের পর দুই বৎসরের মধ্যে বলরাম আনন্দের সেই স্বত্বের দাওয়ার আপত্তি করেন বলরাম ইহা প্রমাণ করিলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে হইবে যে হেতুক এই ধারার বিধানানুসারে আনন্দ কেবল পঞ্চদশ বৎসর ভোগের প্রমাণ করিলেন।

সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপের কথা

২৮ ধারা। কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ এতৎক্রমে নির্দ্ধারিত হইল, সেই মিয়াদ গত হইলে পর, সেই সম্পত্তিতে সেই ব্যক্তির স্বত্ব লোপ হইবে

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ)।

[১৮৯১ সালের ১২ আইন দ্বারা রদ হইল]

দ্বিতীয় তফসীল।

(৪ ধারা দেখ।)

প্রথম ভাগ।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	প্রথম খণ্ড ত্রিশ দিন	
১। (পতিত ভূমির উপর দাওয়া) নির্ণয় করিবার বিধান করণার্থ ১৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে রেভিনিউ বোর্ড যে মীমাংসা করেন তাহার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমা	ত্রিশ দিন ..	মীমাংসার নোটিস যে সময়ে বাদীকে দেওয়া যায় তদবধি।
	দ্বিতীয় খণ্ড। নব্বুই দিন।	
২ ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে করা বা না করা গেল বলিয়া কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত কিম্বা না করণ প্রযুক্ত হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা	নব্বুই দিন ...	যে সময়ে ঐ কার্য্য করা যায় কি ত্রুটি হয় তদবধি।
	তৃতীয় খণ্ড ছয় মাস	
৩ স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার নিমিত্ত বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারামত মোকদ্দমা	ছয় মাস ..	যে সময়ে বেদখল করা যায় তদবধি।
৪ (রেলরোড ও রাজকীয় অন্যান্য কার্য্যে যে কর্ম্মকরেরা নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের মনিবদের সঙ্গে বিবাদ হইলে সেই বিবাদ ত্বরায় নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ ১৮৬০ সালের ৯ আইনের ২১ ধারামত মোকদ্দমা	ঐ ..	যে বেতনের কি ভাড়ার কি মজুরীর দাওয়া হয় তাহা, যে তারিখে দেনা পড়ে সেই তারিখ অবধি।
৫ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের (ক্রয় বিক্রয়ে নিদর্শনপত্রের উপর সরাসরী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক) ৩৯ অধ্যায় মত মোকদ্দমা।	ঐ ..	যে নিদর্শনপত্রের উপর নালিশ হয় তাহার টাকা যে দিনে দেনা পড়ে তদবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	চতুর্থ খণ্ড এক বৎসর	
৬। রাজব্যবস্থা কি আইন বা উপবিধিমত অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড বিষয়ক মোকদ্দমা	এক বৎসর ...	অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড যে দিনে বর্ত্তে তদবধি
৭ ঘরের চাকরের কি কর্ম্মকারকের কি মজুরের যে বেতনের বিধান এই তফসীলের ৪ প্রকরণে হয় নাই, তাহা পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	বেতন যে দিনে দেনা পড়ে তদবধি।
৮। হোটেলের, কিম্বা আহারাদি ও বাস করিবার নিমিত্ত গৃহের রক্ষকের বিক্রীত আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যের মূল্য পাইবার মোকদ্দম	ঐ ..	আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য যে দিনে দেওয়া যায় তদবধি
৯ বাসার ভাড়া পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	ভাড়া যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়াবধি।
১০ ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব আইনমূলক কি সাধারণ আচার কিম্বা বিশেষ চুক্তিমূলক হইলেও তাহা প্রবল করিবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	যে বিক্রয় দূষ্য করিতে চেষ্টা হয় তৎক্রমে ক্রেতা যে তারিখে বিক্রীত সমুদয় সম্পত্তি অধিকার করেন তদবধি, কিম্বা যে দ্রব্য বিক্রয় করা গেল তাহা অধিকার করিয়া লওয়া যাইতে না পারিলে বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করণের সময়াবধি।
১১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮০, ২৮১, ২৮২ ব ৩৩৫ ধারামত আজ্ঞা যাঁহার বিপক্ষে করা যায়, সেই আজ্ঞার উল্লিখিত সম্পত্তিতে কি তাহার আধুনিক অধিকার করিতে তাঁহার স্বত্ব স্থাপনার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	আজ্ঞার তারিখ অবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	চতুর্থ খণ্ড এক বৎসর (চলিতেছে)	
১২ নিম্নলিখিত কোন বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা,— (ক) দেওয়ানী অদালতের ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় (খ) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কার্যকারকের ডিক্রী কি আজ্ঞাক্রমে বিক্রয় (গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত কিম্বা ঐ বাকীর ন্যায় অন্য যে দাওয়া আদায় হইতে পারে তন্নিমিত্ত বিক্রয় (ঘ) হাল বাকীর নিমিত্তে পত্তনী তালুকের বিক্রয় ব্যাখ্যা এই প্রকরণে হাল বাকির নিমিত্তে মধ্যবর্ত্তী অন্য যে পট্টাই জমি বিক্রয় হইতে পারে 'পত্তনী' শব্দে তাহাও গণ্য	এক বৎসর .	যে দিনে বিক্রয় সিদ্ধ করা যায়, কিম্বা উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে যে দিনে প্রকারান্তরে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইত তদবধি
১৩ মোকদ্দমা ভিন্ন কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে দেওয়ানী আদালত যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন তাহা রদান্তর কি অসিদ্ধ করণার্থে মোকদ্দমা।	ঐ ..	যে আদালত ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতের শেষ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৪ গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যকারক আপনার রাজকীয় পদোপলক্ষে যে কার্য্য কি আজ্ঞা করেন, এই তফসীলে অন্য স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ..	ঐ ক্রিয়ার কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৫ গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলে কি তাহার পট্টা দিলে কি হস্তান্তর করিলে তাহা অসিদ্ধ করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্রোক কি পট্টা কি হস্তান্তর কার্য্য যে সময়ে করা যায় তদবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	চতুর্থ খণ্ড। এক বৎসর (চলিতেছে)	
১৬ রাজস্বের কর্তৃপক্ষেরা বাকী রাজস্বের কিম্বা অন্য যে দাওয়া বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার দাওয়া করিলে, আপত্তিকরণ পূর্ব্বক যে টাকা দেওয়া যায় তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের নামে মোকদ্দমা।	এক বৎসর ...	টাকা যে সময়ে দেয়া যায় তদবধি।
১৭ রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূমি গ্রহণ করা গেলে গবর্ণমেন্টের নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	হানিপূরণের টাকা নির্ণয় হওয়ার তারিখ অবধি
১৮। ভূমি গ্রহণ কার্য্য সমাধা না হইলে, হানিপূরণার্থ উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা।	ঐ ...	সমাধা করিতে অস্বীকার করিবার তারিখ অবধি।
১৯। অকারণে কারাবদ্ধ হওয়াতে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	কারাবদ্ধের সমাপ্তি অবধি
২০ (কোন কোন অন্যায় ক্রিয়াহেতুক মৃত ব্যক্তির চরমপত্রে লিখিত কর্ম্মসাধকদের ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের ও স্থলাভিষিক্তদের নালিশ করিবার ও তাঁহাদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দানার্থ, ১৮৫৫ সালের ১২ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসাধকদের বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারীদের ব স্থলাভিষিক্তদের মোকদ্দমা	ঐ ...	অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ অবধি।
২১। (যে অন্যায় ক্রিয়ার বিষয়ে নালিস হইতে পারে তদ্দারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু প্রযুক্ত পরিবারের যে হানি হয়, সেই হানিপূরণের বিধান করণার্থ) ১৮৫৫ সালের ১৩ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসাধকদের কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের কি স্থলাভিষিক্তদের মোকদ্দমা।	ঐ ..	হত ব্যক্তির মরণের তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	চতুর্থ খণ্ড এক বৎসর (চলিতেছে)	
২২ ব্যক্তির অঙ্গের অন্য হানিযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	এক বৎসর ...	হানি হওয়ার সময়াবধি
২৩ ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক অভিযোগ হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ .	বাদীকে নির্দ্দোষ করণের কিম্বা প্রকারান্তরে অভিযোগের মোকদ্দমা সমাপ্ত হওয়ার সময়াবধি।
২৪ লিখিত অপবাদ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়ার সময় অবধি
২৫ বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	অপবাদসূচক কথা কহিবার সময়াবধি কিম্বা কথাই নালিশের যোগ্য না হইলে, তজ্জাত বিশেষ হানি যে সময়ে ঘটে, সেই সময়াবধি
২৬ বাদীর চাকরাণীকে কি বন্যাকে ভুলাইয়া ভ্রষ্টকরণ দ্বারা কর্ম্মের বঞ্চিত হওয়াতে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ..	কর্ম্মে বঞ্চিত হওনের সময়াবধি
২৭ বাদীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির যে চুক্তি হইল তাহা ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি দেওন হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ..	চুক্তিভঙ্গের তারিখ অবধি
২৮ বেআইনমতে কি অনিয়মিতরূপে কি অতিরিক্তভাবে ক্রোককরণপ্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ..	ক্রোকের তারিখ অবধি।
২৯। আইনমতে পরওয়ানাক্রমে অস্থাবর দ্রব্য অন্যায়মতে ক্রোককরণপ্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্রোকের তারিখ অবধি।
	পঞ্চম খণ্ড দুই বৎসর	
৩০ মাল হরাইল কি হানি করিল বলিয়া বাহকের নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	দুই বৎসর ...	যে সময়ে হারান গেল কি হানি হইল তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	পঞ্চম খণ্ড দুই বৎসর (চলিতেছে)	
৩১ দ্রব্য দিবার বিলম্বপ্রযুক্ত বাহকের নামে ক্ষতিপূরণার্থ মোকদ্দমা	দুই বৎসর ...	যে সময়ে ঐ দ্রব্য পৌঁছাইয়া দেওয়া উচিত ছিল তদবধি।
৩২ কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে দ্রব্যের ব্যবহার করিবার স্বত্ববান হইয়া, অন্য কার্য্যে প্রয়োগ করিলে তাঁহার নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে সময়ে ঐ সম্পত্তি অন্য কার্য্যে প্রয়োগ হওয়ার কথা জানিতে পান, তদবধি।
৩৩ (কোন কোন অন্যায় ক্রিয়াহেতুক মৃত ব্যক্তির চরমপত্রক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সাধকদের ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারীদের ও স্থলাভিষিক্তদের নালিশ করিবার ক্ষমতা প্রদানার্থ) ১৮৫৫ সালের ১২ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্মসাধকের কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারীর কি অন্য স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	যে অন্যায় কার্য্যের নালিশ হয় তাহা যে সময়ে করা যায় তদবধি।
৩৪ স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ..	যে দিনে স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইয়া অগ্রাহ্য হয় তদবধি।
৩৫। দাম্পত্যস্বত্ব পুনশ্চ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	স্বামী বা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহার ও সুস্থমনা হইয়া দাম্পত্যস্বত্ব পুনশ্চ প্রদানের আদেশ করিলেও যে দিনে অস্বীকৃত হন তদবধি
৩৬ চুক্তি ভিন্ন এবং এই আইনে যদ্বিষয়ের স্পষ্ট বিধান হয় নাই, এমত কোন অপক্রিয়া বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুচিতমতে করণ বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করণ হেতুক ক্ষতিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ .	যে সময়ে সেই অপক্রিয়া করা বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুচিতমতে করা যায় বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা না যায় তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড। তিন বৎসর	
৩৭। পথ কি জলপ্রণালী অবরোধ করা প্রযুক্ত হানিপুরণার্থ মোকদ্দমা।	তিন বৎসর ...	অবরোধের তারিখ অবধি।
৩৮। জলপ্রণালী অন্যমুখ করণ প্রযুক্ত হানি-পুরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ..	অন্যমুখ করণের তারিখ অবধি।
৩৯ স্থাবর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশপ্রযুক্ত হানিপুরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	অনধিকার প্রবেশ করণের তারিখ অবধি।
৪০। গ্রন্থস্বত্ব কিম্বা একক ভোগ্য অন্য স্বত্ব লঙ্ঘন হেতু হানিপুরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ স্বত্ব লঙ্ঘনের তারিখ অবধি।
৪১। অপচয় নিবারণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	অপচয় আরম্ভ হওনাবধি।
৪২ নিষেধসূচক আজ্ঞা অন্যায়মতে প্রাপ্ত হওয়াতে হানিপুরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	নিষেধ রহিত হওয়া অবধি।
৪৩ ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের ৩২০ বা ৩২১ "কিম্বা প্রোবেট ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ১৩৯ কিম্বা ১৪০" ধারামতে উইলক্রমে নিরূপিত কার্য সম্পাদক বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারী উইলক্রমে প্রাপ্য বা স্থিত ধন যাঁহাকে দিলেন বা বিলি করিলেন তাঁহার স্থানে বলপূর্ব্বক তাহা ফিরিয়া প্রাপণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	ঐ ধন দেওনের বা বিলি করণের তারিখ অবধি।
৪৪। অভিভাবক যে বিক্রয় করিলেন প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ করণার্থে নাবালগের মোকদ্দমা।	ঐ ...	নাবালগের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার তারিখ অবধি

* ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ১৫৩ ধারাক্রমে এইরূপ সংশোধিত হইয়াছে।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৪৫। বঙ্গদেশীয় নিম্নলিখিত কোন আইনমতে যে মীমাংসা হয় তাহার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমা ১৮২২ সালের ৭ আইন ১৮২৫ সালের ৯ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইন।	তিন বৎসর ...	মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি।
৪৬। উক্ত মীমাংসাপত্রে যে সম্পত্তির উল্লেখ হয় ঐ পত্রক্রমে আবদ্ধ ব্যক্তির ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি।
৪৭। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪০ অধ্যায়মতে অথবা বোম্বাইয়ের মামলৎদারদের আদালত বিষয়ক আইনমতে সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক যে আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞাক্রমে আবদ্ধ ব্যক্তির কিম্বা তদধীন দাওয়াদারের ঐ আজ্ঞার উল্লিখিত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবারমোকদ্দম।	ঐ ...	মোকদ্দমার শেষ আজ্ঞার তারিখ অবধি।
৪৮ নির্দিষ্ট অস্থাবর দ্রব্য হারান গেলে, কিম্বা চৌর্য্যদ্বারা কি কুটিলভাবে অন্যায়রূপে প্রয়োগকরণ বা রূপান্তর করণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া প্রাপণার্থ, কিম্বা অন্যায়মতে গ্রহণ করিয়া আটক রাখন হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	ঐ সম্পত্তি কাহার অধিকারে আছে, সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি যেত দিখে ইহা অবগত হন সেই তারিখ অবধি।
৪৯। নির্দিষ্ট অন্য অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপণার্থ কিম্বা তাহা অন্যায়মতে লওন কি তাহার হানিকরণ কি অন্যায়মতে আটক রাখন প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	সম্পত্তি যে সময়ে অন্যায়মতে লওয়া যায় কি তাহার হানি হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি আটক রাখে তাহার সেই দ্রব্যের অধিকার প্রাপণ যে সময়ে আইনবিরুদ্ধ হয়, সেই সময় অবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর। (চলিতেছে)	
৫০। গরু ঘোড়া প্রভৃতির কি গাড়ীর কি নৌকার কি ঘরের জিনিষপত্রের ভাড়ার নিমিত্ত মোকদ্দমা	তিন বৎসর ..	ভাড়া দেনা পড়িবার সময়াবধি।
৫১ দ্রব্য কোন স্থানে পঁহুছাইতে হইবে বলিয়া অগ্রিম দেওয়া গেলে, অবশিষ্ট টাকা পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ..	দ্রব্য যে সময়ে পঁহুছাইয়া দেওয়া উচিত সেই সময়াবধি।
৫২ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলে কিন্তু মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	দ্রব্য দেওনের তারিখ অবধি।
৫৩ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলে, ও মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ..	নির্দ্ধারিত সময় গত হওনের দিনাবধি।
৫৪ হুণ্ডী দ্বারা মূল্য দিবার নিয়ম করিয়া দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলেও হুণ্ডী দেওয়া যায় নাই বলিয়া মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ .	প্রস্তাবিত হুণ্ডির মিয়াদ গত হওনের সময় বধি।
৫৫ বাদী প্রতিবাদীর নিকট বৃক্ষ কিম্বা ক্ষেত্রস্থ ফসল বিক্রয় করিলেও মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ..	বিক্রয়ের তারিখ অবধি।
৫৬ মজুরী দিবার সময় নির্দ্ধারিত না হইয়া প্রতিবাদীর আদেশমতে বাদী কোন কর্ম্ম করিলে ঐ মজুরীর নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ ...	কর্ম্ম সমাপ্ত হওনের সময় অবধি।
৫৭ ঋণের শোধ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	ঋণ দেওনের সময়াবধি।
৫৮ ঋণদাতা ঐ টাকার চ্যাক দিয়া থাকিলে সেই প্রকারের মোকদ্দমা	ঐ ..	চ্যাকের টাকা গ্রহণের সময় অবধি
৫৯। দাওয়া হইলেই ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে যে ঋণ দেওয়া যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ ...	ঋণ দেওনের সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৬০। দাওয় হইলেই ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে যে টাকা গচ্ছিত করা যায়, তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	তিন বৎসর.	দাওয়া করণের সময়াবধি
৬১ প্রতিবাদীর নিমিত্ত টাকা দেওয়াতে বাদীর প্রাপ্য ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	টাকা দেওনের সময়াবধি
৬২ বাদীর নিমিত্ত প্রতিবাদী টাকা পাইলে প্রতিবাদীর স্থানে বাদীর প্রাপ্য বলিয়া তন্নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ ...	প্রতিবাদীর ঐ টাকা পাওনের সময়াবধি
৬৩ প্রতিবাদীর স্থানে বাদীর প্রাপ্য টাকার উপর সুদ বলিয়া পাওনা টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ .	সুদ দেনা পড়িবার সময়াবধি।
৬৪ বাদীর ও প্রতিবাদীর মধ্যে লেখা যোগা হইয়া প্রতিবাদীর স্থানে বাদীর পাওনা বলিয়া টাকা পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ..	হিসাব যে সময়ে লিখিত হইয়া প্রতিবাদীর দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে নিয়মমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারকের দ্বারা স্বাক্ষর করা যায়, সেই সময়াবধি কিন্তু পূর্ব্বে ক্রমতে স্বাক্ষর করা কোন পত্রে ভাবীকালে টাকা দেওন বিষয়ে উভয় পক্ষের নিয়ম থাকিলে, সেই কাল উপস্থিত হওনাবধি
৬৫ নির্দ্ধারিত সময়ে কিম্বা নির্দ্ধারিত কোন ব্যাপার ঘটিলে কোন ক্রিয়া করিবার প্রতিজ্ঞা হইলে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গহেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হওন কিম্বা ঐ ব্যাপার ঘটনের সময়াবধি।
৬৬। টাকা দিবার দিন নির্দিষ্ট হইলে একই প্রতিজ্ঞাপত্রের মোকদ্দমা	ঐ .	উক্ত নির্দিষ্ট দিনাবধি।

যে মকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৬৭ তদ্রূপ দিন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে একই প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা।	তিন বৎসর ..	প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার তারিখ অবধি।
৬৮ নিয়মাধীন প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা	ঐ ..	নিয়ম ভঙ্গ হওনাবধি।
৬৯ যে হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের তারিখের পর নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা দেনা হয়, তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ ...	হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে তদবধি
৭০ সময় নির্দ্ধারিত না হইয়া, দেখান গেলেই বা তৎপরে হুণ্ডীর টাকা দেয় হইলে, সেই হুণ্ডীর উপর মোকদ্দমা	ঐ ...	হুণ্ডী দেখাইবার সময়াবধি
৭১ হুণ্ডী সাকরাণ গেলে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার টাকা দেয় হইলে, তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ ..	সেই স্থানে হুণ্ডী দেখাইবার সময় অবধি
৭২ হুণ্ডী কি অঙ্গীকারপত্র দেখাইবার পর কিম্বা টাকার দাওয়া হইলে পর নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা দেয় হইলে তাহার উপর মোকদ্দমা।	ঐ ..	নির্দ্ধারিত সময়ের অবসান অবধি।
৭৩। হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের টাকার দাওয়া হইলেই দিতে হইলে, ও মোকদ্দমা করিবার স্বত্বের বাধা কি বিলম্বকরণসূচক কোন লিপি সঙ্গে না থাকিলে, তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ ...	হুণ্ডীর বা অঙ্গীকারপত্রের তারিখ অবধি।
৭৪ অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা কিস্তিক্রমে দিতে হইলে তাহার উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	প্রথম কিস্তি দেওনের মিয়াদ গত হওন সময়ে টাকার যে অংশ দেয় হয়, তৎসম্পর্কে ঐ মিয়াদ গত হওনের সময়াবধি ও অন্যান্য কিস্তির মিয়াদ গত হওয়ার সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৭৫ অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা কিস্তি করিয়া দিবার ও কোন এক কিস্তির টাকা দিতে ত্রুটি হইলে সমুদায় একবারে দিতে হইবার নিয়ম থাকিলে ঐ অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা	তিন বৎসর ...	প্রথম ত্রুটি হওনের সময়বধি, কিন্তু টাকা প্রাপণীয় কি নিবন্ধগ্রহীতা ঐ নিয়ম জন্য উপকার উপেক্ষা করিলে, তৎপশ্চাৎ যে ত্রুটি হইলে ঐ উপকারকের উপেক্ষা না করেন, সেই ত্রুটির সময়াবধি
৭৬। কোন ব্যক্তি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া বিশেষ ঘটনার পর টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তিকে দিবার নিয়মে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিলে, সেই অঙ্গীকারপত্রের উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তিকে অঙ্গীকারপত্র দেওনের সময়াবধি।
৭৭। ভিন্নদেশীয় হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইলে তাহারও উপর প্রটেষ্ট করা ও নোটিস দেওয়া গেলে, সেই হুণ্ডীর উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	নোটিস দেওনের সময়াবধি।
৭৮ কোন হুণ্ডী অস্বীকার হওয়া প্রযুক্ত অগ্রাহ্য হইলে ঐ হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ ...	নাকরিয়া দিবার অসম্মতির তারিখ অবধি।
৭৯ কোন ব্যক্তি ঋণগ্রহণপত্র স্বীকার করিলে ঐ পত্রলেখকের নামে তাঁহার মোকদ্দমা	ঐ ...	পত্রস্বীকারকারী যে সময়ে ঐ পত্রের টাকা দেন, সেই সময়াবধি।
৮০ এই তফসীলে যে হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের স্পষ্ট বিধান হয় নাই, তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ ..	হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা দেওয়া পড়িবার সময়াবধি
৮১ মুখ্য ঋণীর নামে প্রতিভূর মোকদ্দমা	ঐ ...	মহাজনকে প্রতিভূর টাকা দেওনের সময়বধি।
৮২ সহপ্রতিভূর নামে প্রতিভূর মোকদ্দমা	ঐ ..	প্রতিভূ যে সময়ে আপন অংশের অধিক টাকা দেন, তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৮৩ হানি হইতে মুক্তকরণসূচক অন্য কোন চুক্তির উপর মোকদ্দমা	তিন বৎসর ...	বাদীর প্রকৃত প্রস্তাবে যে সময়ে হানি হয়, সেই সময়াবধি
৮৪ মোকদ্দমার কিম্বা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত খরচা দিবার সময়ের কোন স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে, সেই খরচা পাইবার নিমিত্ত মোক্তারের কি উকীলের মোকদ্দমা।	ঐ ...	ঐ মোকদ্দমা কি কার্য্য সমাপ্ত হওনের সময়াবধি, অথবা (মোক্তার কি উকীল উপযুক্তমতে ঐ মোকদ্দমা কি কার্য্য করিতে নিরস্ত হইলে) ঐ নিরস্ত হওয়ার তারিখ অবধি।
৮৫। দুই পক্ষের লেনা দেনায় চলিত হিসাব থাকিলে ও উভয়ের পরস্পর টাকা দানাদান হইলে, বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ ...	শেষ যে দফা স্বীকার হইল বা যাহার প্রমাণ হইল তাহা যে বৎসরের হিসাবে লেখা যায়, সেই বৎসরের অবসান অবধি। হিসাবের লিখন-মতে বৎসর ধরিতে হইবে।
৮৬। বিমাপত্রদাতাদিগকে ঐ পত্রগ্রাহকের মৃত্যুর কি তাহার ক্ষতি হওয়ার প্রমাণ দেওয়া গেলে, বা তাঁহারা সেই প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে পর ঐ পত্রের অঙ্গীকৃত টাকা দেনা হইলে, ঐ বিমা পত্রের উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	বাদীর কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা কি স্থানে বিমাপত্রদাতাদিগকে উক্ত মৃত্যুর কি ক্ষতির প্রমাণ দেওনের, কিম্বা বিমাপত্রদাতাদের ঐ প্রমাণ পাওনের সময়াবধি।
৮৭ বিমাদাতাদের ইচ্ছানুসারে বিমাপত্র ব্যর্থ হইতে পারিলে, বিমাপত্র গ্রাহকের অগ্রিম দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	বিমাপত্রদাতারা যে সময়ে ঐ পত্র ব্যর্থ করিতে স্থির করেন, সেই সময়াবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	ষষ্ঠ খণ্ড। তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৮৮ নিজের পক্ষ কর্ম্মকারকের হিসাব পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নামে মোকদ্দমা	তিন বৎসর ...	ঐ কর্ম্মকারকতা পদ থাকনকালে হিসাব দিবার আদেশ হইলে তাহা দিতে অস্বীকার করণের সময়াবধি, কিম্বা তদ্রূপ আদেশ না হইলে ঐ কর্ম্মকারকতা পদ রহিত হওনের সময়াবধি
৮৯ কোন ব্যক্তির পক্ষ কর্ম্মকারক তাঁহার পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া হিসাব না দিলে ঐ কর্ম্মকারকের নামে মুখ্য ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ
৯০ তাচ্ছল্য কি অহিতাচার হেতুক কর্ম্মকারকদের নামে মুখ্য ব্যক্তিদের অন্য অন্য মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে ঐ তাচ্ছীল্যের কি অহিতাচারের কথা অবগত হন, সেই সময়াবধি
৯১। যে নিদর্শনপত্রের প্রকারান্তরে বিধান হয় নাই, তাহা রহিত কি অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	যে বৃত্তান্তহেতু বাদীর সেই নিদর্শনপত্র রহিত কি অসিদ্ধ করিবার স্বত্ব জন্মে, তিনি যে সময়ে সেই বৃত্তান্ত অবগত হন, তদবধি
৯২। কোন নিদর্শনপত্র দেওয়া গেলে বা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা কৃত্রিম বলিয়া নির্ণয়করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যৎকালে ঐ পত্র দেওনের কি রেজিষ্টরী করণের কথা অবগত হইলেন, তৎকালাবধি।
৯৩ বাদীর বিপক্ষে নিদর্শনপত্র প্রবল করণের উদ্যোগ হইলে, তাহা কৃত্রিম বলিয়া নির্ণয়করণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	ঐ উদ্যোগ করণের তারিখ অবধি
৯৪। বাদী ক্ষিপ্তমনা হইয়া যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন, তন্নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে প্রকৃতিস্থ হইয়া ঐ হস্তান্তর করণের জ্ঞান প্রাপ্ত হন, সেই সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড। তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৯৫। প্রতারণাক্রমে ডিক্রী প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার, কিম্বা প্রতারণা হইয়াছে বলিয়া অন্য উপকার পাইবার মোকদ্দমা	তিন বৎসর ...	অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ প্রতারণা জানিতে পাইলে তদবধি।
৯৬। ভ্রম হইয়াছে বলিয়া উপকার পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ .	বাদীর সেই ভ্রম জ্ঞাত হওয়ার সময়াবধি
৯৭ বর্ত্তমান যে নিয়ম পশ্চাৎ ব্যর্থ হয়, সেই নিয়মানুযায়ী দত্ত টাকা পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ..	ব্যর্থ হওয়ার তারিখ অবধি।
৯৮ ট্রষ্টির বিশ্বাসঘাতকত দ্বারা হানি হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সাধারণ সম্পদ হইতে ঐ হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দম	ঐ ..	ট্রষ্টির মরণের তারিখ অবধি, কিম্বা তৎকালে হানি না ঘটিলে হানি হইবার তারিখ অবধি
৯৯ সাধারণ ডিক্রীক্রমে কএক জনের অংশাংশমতে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে, এক ব্যক্তি সমুদয় টাকা দিয়া কিম্বা সাধারণ মহালের অংশীদের নিকট যে রাজস্ব পাওনা থাকে, এক জন অংশী সমুদয় দিয়া, অন্যদের নিকট আপনার অংশ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ..	বাদী যে তারিখে আপনাদের অংশের অধিক টাকা দিলেন, সেই তারিখ অবধি।
১০০। মৃত ট্রষ্টির সম্পদ হইতে তাঁহার সহ-ট্রষ্টির অংশ পাইবার দাওয়া প্রবল করণার্থে মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ অংশ পাইবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে, সেই সময়াবধি।
১০১ নাবিকের বেতন পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ..	নৌকাদির যে যাত্রায় ঐ বেতন পাওনা হয়, সেই যাত্রার শেষ হওনাবধি
১০২ এই তফসীলে যে বেতন বিষয়ক অন্য স্পষ্ট বিধান না থাকে, সেই বেতন পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	বেতন দেনা পড়িবার সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
১০৩ মুসলমানের মহর মুয়জ্জল পাইবার মোকদ্দমা।	তিন বৎসর ...	ঐ মহর (অর্থাৎ যৌতুক ধন) পাইবার দাওয়া হইয়া তাহা দিতে অস্বীকার হইবার সময়বধি, অথবা বিবাহ সম্বন্ধ থাকিতে ঐ ধন পাইবার দাওয়া না হইলে, মৃত্যু কি ত্যাগপত্র দ্বারা সেই সম্বন্ধ লোপ হওনের সময়াবধি।
১০৪। মুসলমানের মহর মুয়জ্জল পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ..	মৃত্যু কি ত্যাগপত্র দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধ লোপ হওনের সময়াবধি।
১০৫ বন্ধকের ঋণ শোধ হইলে পর বন্ধকগ্রহীতার আদায় করা অতিরিক্ত টাকা পাইবার নিমিত্ত বন্ধকদাতার মোকদ্দমা	ঐ ..	বন্ধকদাতার ঐ বন্ধকী সম্পত্তি পুনরাধিকার করিবার সময়াবধি
১০৬। অংশিত্ব ব্যবসায়ের লোপ হইলে হিসাব ও লভ্যের অংশ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	অংশিত্ব লোপ হওনের তারিখ অবধি।
১০৭ অবিভক্ত পরিবারের সাধারণ সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে টাকা দিলে আপনার অংশ ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	টাকা দিবার তারিখ অবধি।
১০৮ পাট্টাদার পাট্টার নিয়ম বিরুদ্ধে বৃক্ষাদি ছেদন করিলে তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত পাট্টাদাতার মোকদ্দমা।	ঐ ...	বৃক্ষাদি কাটিবার সময়াবধি

মোকদ্দমার বর্ণন	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
১০৯। প্রতিবাদী অন্যায়মতে বাদীর স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব গ্রহণ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	তিন বৎসর ...	উপস্বত্ব গ্রহণের সময়াবধি, অথবা ডিক্রীক্রমে বাদীকে বেদখল করা গেলে পর, আপীল হইয়া সেই ডিক্রী অন্যথা করা গেলে, তাঁহার পুনরধিকার পাইবার সময়াবধি
১১০। বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ ...	বাকী দেনা পড়িবার সময়াবধি।
১১১। ক্রীত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য না দেওয়া-প্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার দাওয়া প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	বিক্রয় সিদ্ধি করণের নির্দ্ধারিত সময়াবধি, অথবা বিক্রয় সিদ্ধ হইবার নির্দ্ধারিত সময়ের পর স্বত্ব স্বীকার হইলে ঐ স্বীকার করণের তারিখ অবধি।
১১২। কোন রাজব্যবস্থা কি আইনমতে যে কোম্পানি রেজিষ্টরী করা যায়, তাহার টাকা পাইবার আদেশপত্রক্রমে মোকদ্দমা।	ঐ ...	আদেশপত্রানুসারে টাকা দেয় হওযার তারিখ অবধি
১১৩। চুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	সেই কার্য্য সাধন করিবার নির্দ্ধারিত তারিখ অবধি কিম্বা তারিখ নির্দ্ধারিত না থাকিলে বাদী যে সময়ে ঐ কর্ম্ম করিতে অস্বীকার হওয়ার কথা জানিতে পাইলেন, সেই সময়াবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
১১৪ চুক্তি ব্যর্থ করিবার মোকদ্দম।	তিন বৎসর ...	যে বৃত্তান্তহেতুক বাদীর ঐ চুক্তি ব্যর্থ করিব র স্বত্ব জন্মে, তাঁহার সেই বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার সময়াবধি
১১৫। স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ কোন চুক্তি থাকিলে, কিন্তু লিখিত হইয়া রেজিষ্টরী করা ন গেলে, ও এই আইনে তাহার বিশেষ বিধান না থাকিলে, সেই চুক্তিভঙ্গহেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দম।	ঐ ...	চুক্তি ভঙ্গ হওয় র সময়াবধি কিম্বা (ক্রমশঃ ভঙ্গ হইলে) যে অংশ ভঙ্গ হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমা হয় সেই অংশ ভঙ্গ হওনের সময়াবধি অথবা (চুক্তি ভঙ্গন কর্য নিয়ত চলিলে) তৎসম প্ত হওয়ার সময়াবধি
	সপ্তম খণ্ড ছয় বৎসর	
১১৬। লিখিত ও রেজিষ্টরী করা চুক্তিভঙ্গহেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ছয় বৎসর ...	সেই প্রকারের চুক্তি রেজিষ্টরী না হইলে যে সময়াবধি ত হার উপর মোকদ্দমা মিয় দ চলিত সেই সময়াবধি।
১১৭ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে 'ভিন্নদেশীয় বিচার' শব্দের যে অর্থ নির্ণয় হইল, তদনুসারে ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	বিচারপত্রের ত রিখ অবধি।
১১৮ কথিত দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ বা দত্তকগ্রহণ করা যায় নাই, ইহার নির্ণয়পত্র প্রাপণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে কথিত দত্তক গ্রহণের কথা জানিতে প ন সেই সময়াবধি
১১৯ দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়পত্র প্রাপণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ..	দত্তকস্বরূপ ঐ পুত্রের যে স্বত্ব থাকে তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ হওয় র সময়াবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	সপ্তম খণ্ড ছয় বৎসর (চলিতেছে)	
১২০ এই তফসীলের অন্য স্থানে যে মোকদ্দমার মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় নাই তাহা	ছয় বৎসর ..	যে কদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের উদ্ভব হওয়ার সময়াবধি
	অষ্টম খণ্ড। দ্বাদশ বৎসর	
১২১ গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে, কিম্বা বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনী তালুক কি বিক্রয় অন্য ভূমি বিক্রয় হইলে দায় কি পেটাও পাট্টা হইতে তাহা মুক্ত করণার্থ মোকদ্দমা।	দ্বাদশ বৎসর ..	বিক্রয় যে সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হয়, সেই সময়াবধি।
১২২ ব্রিটিস ভারতবর্ষে যে ডিক্রী পাওয়া গেল তাহার, কি মুচলেকার উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	বিচারপত্রের কি মুচলেকার তারিখ অবধি।
১২৩। কোন ব্যক্তির উইলক্রমে প্রাপ্য ধন কিম্বা তাঁহার দত্ত ধনের অবশিষ্টাংশের এক অংশ কিম্বা কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয় মরিলে তাঁহার সম্পত্তির বিভাজ্য অংশ প্রাপণার্থ মোকদ্দম	ঐ ...	ঐ ধন কি অংশ যে সময়ে দেয় কি অর্পণীয় হয়, সেই সময়াবধি
১২৪ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্যপদ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	প্রতিবাদী যে সময়ে বাদীর বিপক্ষভাবে ঐ পদাধিকার করেন, সেই সময়াবধি ব্যাখ্যা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্যপদের লভ্য সচরাচর পাইবার সময়াবধি, অথবা লভ্য না থাকিলে ঐ পদের কর্ম্ম সচরাচর নিষ্পাদন করিবার সময়াবধি ঐ পদের অধিকার হয়।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	অষ্টম খণ্ড দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে)	
১২৫ হিন্দু কি মুসলমান স্ত্রী ভূমি হস্তান্তর করিলে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত কিম্বা পুনশ্চ বিবাহ না করণ পর্য্যন্ত সেই হস্তান্তর কার্য্য সিদ্ধ পশ্চাৎ ব্যর্থ হয়, এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রাপণার্থে মোকদ্দমা যে তারিখে উপস্থিত করা যায় সেই তারিখে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যিনি ঐ ভূমির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ঐ হিন্দু কি মুসলমান স্ত্রীর জীবিতমানে ঐ ব্যক্তির সেই মোকদ্দমা।	দ্বাদশ বৎসর .	হস্তান্তর করণের তারিখ অবধি
১২৬। পিতাকর্ত্তৃক পৈতৃক সম্পত্তির হস্তান্তর কার্য্য অসিদ্ধ করণার্থ মিতাক্ষরার মতাবলম্বী হিন্দুর মোকদ্দমা	ঐ ...	হস্তান্তরক্রমে সম্পত্তি গ্রহীতা যে সময় সম্পত্তির অধিকার করেন, সেই সময়াবধি
১২৭ সাধারণ পরিবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থে ঐ সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা জানিতে পান সেই সময়াবধি।
১২৮ ভরণপোষণের বাকীর নিমিত্ত হিন্দুর মোকদ্দমা।	ঐ ...	বাকী যে সময়ে দেনা পড়ে তদবধি
১২৯ ভরণপোষণের স্বত্ব নির্ণয়ার্থে হিন্দুর মোকদ্দমা	ঐ ...	যে সময়ে ঐ স্বত্ব অস্বীকার করা যায় তদবধি
১৩০ নিষ্কর ভূমি পুনঃ গ্রহণ করিবার কিম্বা কর ধার্য্য করিবার মোকদ্দমা	ঐ ...	ভূমির পুনর্গ্রহণ করিবার কর ধার্য করিবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে তদবধি।
১৩১ নিয়মিত সময়ান্তরে যে স্বত্ব বর্ত্তে সেই স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদীর সেই স্বত্ব ভোগ যে প্রথমবার অস্বীকার করা যায় তদবধি

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	অষ্টম খণ্ড দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে)	
১৩২। স্থাবর সম্পত্তির উপর যে টাকা দায় থাকে তাহা বলক্রমে প্রাপণার্থ মোকদ্দমা	দ্বাদশ বৎসর .	যে টাকার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা দেয় হওনের সময়াবধি।
ব্যাখ্যা।—যে বৃত্তি প্রাপ্য টাকা মালিকানা ও হক নামে খ্যাত হয় এই প্রকরণের কার্য্যপক্ষে তাহার স্থাবর সম্পত্তির উপর দায় বলিয়া জ্ঞান হইবে।		
১৩৩ অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কি বিশ্বাসপূর্ব্বক ন্যস্ত কি গচ্ছিত করা বন্ধকে রাখা গেলে পরে ট্রষ্টীর কি ন্যস্তধারীর কি বন্ধগ্রহীতার স্থানে মূল্যবান দ্রব্য দিয়া ক্রয় করা গেলে সেই দ্রব্য ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ ক্রয় করিবার তারিখ অবধি
১৩৪ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কি বিশ্বাসপূর্ব্বক ন্যস্ত করা কি বন্ধক দেওয়া গেলে পর ট্রষ্টীর বন্ধকগ্রহীতার স্থানে মূল্যবান দ্রব্য দিয়া ক্রয় করা গেলে, তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ ক্রয় করিবার তারিখ অবধি।
১৩৫। রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালত ভিন্ন কোন আদালতে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য বন্ধকগ্রহীতার মোকদ্দমা	ঐ ...	যে সময়ে বন্ধকদাতার অধিকারের স্বত্বের শেষ হয় তদবধি
১৩৬। আপোসে বিক্রয়ের তারিখে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার অধিকারে না থাকিলে, তাহার অধিকার পাইবার জন্যে ক্রেতার মোকদ্দমা।	ঐ .	বিক্রেতার অধিকার পাইবার স্বত্ব প্রথম যে সময়ে বর্ত্তে তদবধি।
১৩৭ ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হওনের তারিখে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকিলে ক্রেতার পূর্ব্বরূপ মোকদ্দমা	ঐ ..	ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব প্রথম যে সময়ে বর্ত্তে তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	অষ্টম ও দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে)	
১৩৮। ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হওনের তারিখে ভূমি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলে ঐ ভূমির অধিকার প্রাপণার্থে ক্রেতার মোকদ্দমা	বার দশ বৎসর ..	বিক্রয়ের তারিখ অবধি
১৩৯। প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারীর দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	প্রজারূপ অবস্থা রহিত হওয়াবধি।
১৪০ কোন ব্যক্তির ভোগ করিবার সময় অবসানে যে ব্যক্তির ভোগাধিকার হয়, কিম্বা উক্ত সময়াবসানে ভূম্যধিকারী ভিন্ন যে ব্যক্তির ভোগাধিকার বর্ত্তে কিম্বা উইলক্রমে যে ব্যক্তি ভাবী ঘটনাধীনে সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, স্থাবর সম্পত্তি পাইবার জন্যে উক্ত অন্যতর ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ ..	তাঁহার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে তদবধি
১৪১ হিন্দু বা মুসলমান স্ত্রীর মরণান্তে স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান হিন্দু কি মুসলমানের পূর্ব্বোক্তরূপ মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ স্ত্রীর মরণাবধি।
১৪২ স্থাবর সম্পত্তি বাদীর দখলে থাকিতে তাঁহাকে বেদখল করা গেলে, অথবা আপনি দখল স্থগিত করিলে পর, তাঁহার সেই সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	বেদখল হওবার বা দখল স্থগিত হওয়ার তারিখ অবধি।
১৪৩ নিয়মের উল্লিখিত দণ্ডহেতুক কি নিয়ম ভঙ্গপ্রযুক্ত বাদীর অধিকার বর্ত্তিলে পূর্ব্বোক্ত রূপ মোকদ্দমা	ঐ ...	উল্লিখিত দণ্ড বর্ত্তিবার কি নিয়ম ভঙ্গ হওয়ার সময়াবধি।
১৪৪। এই তফসীলে যাহার বিশেষ বিধান হয় নাই, এমত স্থাবর সম্পত্তি কিম্বা তদংশ পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ ...	প্রতিবাদীর অধিকার যে সময়ে বাদীর বিপক্ষ হয় সেই সময়াবধি
১৪৫। আমধারীর কি বন্ধকগ্রহীতার নামে ন্যস্ত কি বন্ধকী অস্থাবর দ্রব্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ .	ন্যস্ত করণের বা বন্ধক দেওনের তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিন বৎসর (চলিতেছে)	
১৪৬ রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাপক্ষে তাঁহার সম্মুখে বন্ধকদাতার স্থানে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপণার্থে বন্ধকগ্রহীতার মোকদ্দমা।	তিনবৎসর .	বন্ধকী আসল করণের কি স্থদের কোন অংশ তৎপূর্ব্বে যে সময়ে দেওয়া যায় তদবধি
	দশম খণ্ড ষাইট বৎসর	
১৪৭ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ বা বিক্রয় করণার্থে বন্ধকগ্রহীতার মোকদ্দমা	ষাইট বৎসর	বন্ধকক্রমে রক্ষিত টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে তদবধি
১৪৮ বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার বা তাহার অধিকার পাইবার নিমিত্ত বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকদ্দমা	ঐ	উদ্ধার করিবার কি অধিকার পাইবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে সেই সময়াবধি। কিন্তু ব্রিটনীয় বর্ম্মাদেশের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি থাকিলে, ও ১৮৬৩ সালের মে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে তাহার বন্ধকীপত্র সম্পাদন হইলে, বন্ধকীপত্রক্রমে সম্পত্তি উদ্ধার করিবার যে সকল দাওয়া উদ্দেশে উত্থাপন হয়, উক্ত দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে মিয়াদের যে বিধি প্রবল ছিল ঐ দাওয়ার পক্ষে সেই বিধি মানিতে হইবে
১৪৯ ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা বা তৎপক্ষীয় কোন মোকদ্দমা	ঐ ...	সাধারণ ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এই আইনমতে যে সময়াবধি মিয়াদ চলিত সেই সময়াবধি

দ্বিতীয় ভাগ।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১৫০ সেশন জজ সাহেব প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল	সাত দিন	দণ্ডের আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৫১ কলিকাতা ও মন্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতা পক্ষে কার্য্য করিয়া যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল	বিশ দিন ...	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৫২ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে জিলার জজ সাহেবের আদালতে আপীল	ত্রিশ দিন ..	যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
১৫৩ ঐ আইনের ৬০১ ধারামতে হাইকোর্টে আপীল	ঐ ...	সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৫৪ ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে আপীল	ঐ ..	যে দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি
১৫৫ ১৫০ ও ১৫৭ নং প্রকরণের নির্দ্ধারিত স্থল ভিন্ন সেই আইনমতে হাইকোর্টে আপীল	ষাইট দিন	ঐ ঐ
১৫৬ ১৫১ ও ১৫৩ নং প্রকরণের নির্দ্ধারিত স্থল ভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে হাইকোর্টে আপীল	নব্বই দিন	যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর হয় তাহার তারিখ অবধি
১৫৭ নির্দ্দোষ করণের বিচারের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমত আপীল	ছয় মাস	যে বিচারের উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

তৃতীয় ভাগ —প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৫৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্র	দশ দিন ...	মীমাংসা আদালতে অর্পণ হওয়ার সময়াবধি
১৫৯ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৯ অধ্যায়মতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দেওনের অনুমতি পাইবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	সমনজারী করণের সময় বধি।
১৬০ পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য হইলে ঐ আইনের ৬২৯ ধারামতে তাহা পুনর্ব নথীর সামীল করিবার আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনাপত্র।	পঞ্চদশ দিন ...	পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য হওয়ার সময়াবধি।
১৬০ক প্রদেশীয় ছোট আদালত অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালত উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণকালে তাহার নিকট পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র		
১৬১ (১৮৮৮ সালের ৭ আইন দ্বারা স্থানান্তরিত হইল)		
১৬২ কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্টে মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে যে বিচার করেন, তাহার পুনরালোচনার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	ঐ ..	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৬৩ ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে সেই ডিস্মিস্ হওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধকরণের আজ্ঞার নিমিত্তে বাদীর প্রার্থনাপত্র	ত্রিশ দিন ...	ডিস্মিস্ হওয়ার তারিখ অবধি
১৬৪। একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে বিচার হয়, তাহা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার প্রতিবাদীর প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	বিচার প্রবল করণের কোন পরওয়ানা জারী হওনের তারিখ অবধি

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১৬৫ কোন ব্যক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি হইতে বে-দখল করা গেলে ও তিনি ডিক্রীদারের কিম্বা ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম খরিদদারের সেই সম্পত্তির অধিকার করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনমতে তাঁহার প্রার্থনাপত্র	ত্রিশ দিন ..	বে-দখল হওয়ার তারিখ অবধি।
১৬৬ ডিক্রীজারীক্রমে যে নীলাম হয়, তাহার ঘোষণা হওয়ার কিম্বা তাহা চালাইবার কার্য্যে দাঁড়ায় ব্যতিক্রম 'কিম্বা আদালতের অনুমতি বিনা ডিক্রীদার খরিদ করিয়াছেন বলিয়া' * নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	নীলামের তারিখ অবধি
১৬৭ যে স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী হয় বা ডিক্রীজারী-ক্রমে নীলাম হয়, তাহা দখল পাইবার বলপূর্ব্বক বাধা বা প্রতিবন্ধকতা হেতুক কিম্বা ডিক্রীদারকে কি ঐ সম্পত্তির ক্রেতাকে দখল দেওনে বে দখল করণ হেতুক নালিসের প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	ঐ বাধা প্রতিবন্ধকতা বা বে-দখল করিবার তারিখ অবধি
১৬৮ কার্য্যানুষ্ঠান না হওয়াতে আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইলে, তাহা পুনরায় গ্রাহ্য করিবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ..	ডিস্‌মিস্‌ হওনের তারিখ অবধি।
১৬৯। একপক্ষ মাত্রের উপস্থানে আপীল শ্রবণ হওয়াতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তাহা পুনশ্চ শ্রবণ করিবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয় তাহার তারিখ অবধি।
১৭০। পাপর স্বরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

* ১৮৭৯ সালের ১২ আইনের ১০৮ ধারাক্রমে এইরূপ সংশোধিত হইয়াছে

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৭১ মোকদ্দমা রহিত বা ডিস্‌মিস্ করণের হুকুম রদ করইবার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭১ ধারানুযায়ী বা ঐ ধরা এবং ঐ আইনের ৫৮২ ধারানুযায়ী প্রার্থনা পত্র।	ষাইট দিন ...	মোকদ্দমা রহিত বা ডিস্‌মিস্ করণের হুকুমের তারিখ অবধি
১৭২। যে ব্যক্তির সম্পত্তি গত বর্ষ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই সম্পত্তিতে ঐ ব্যক্তির আইনমতে বিক্রেয় স্বার্থ নাই বলিয়া ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করণার্থে ডিক্রীজারীক্রমে নীলামের যিনি ক্রেতা হন, তাঁহার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	নীলামের তারিখ অবধি।
১৭৩। ১৬০ক ও ১৬২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন বিচারপত্রের পুনরালোচনার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	নব্বই দিন .	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৭৩ক দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৩৫৩ ধারানুসারে তথায় বর্ণিত পরিশোধ বা বন্দোবস্ত গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য না হইবার নোটিস প্রচার করণের প্রার্থনাপত্র	ঐ ..	পরিশোধ বা বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হওনের তারিখ অবধি
১৭৪ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৫৩ ধারামতে ঋণ শোধ করণাক্ষম ডিক্রীমত খাতকের মহাজনের প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	তফসীল প্রকাশ হওয়ার তারিখ অবধি
১৭৫ ডিক্রীর টাকা কিস্তি বন্দি করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র।	ছয় মাস ...	ডিক্রীর তারিখ অবধি
১৭৫ক। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬৫ ধারানুসারে কোন মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্তের বা ঐ ধারা এবং ঐ আইনের ৫৮২ ধারানুসারে কোন মৃত বাদী আপীলান্টের বা প্রতিবাদী আপীলান্টের আইনমত স্থলাভিষিক্তের প্রার্থনাপত্র।	ঐ ...	মৃত বাদীর মৃত্যুর বা মৃত বাদী আপীলান্টের বা প্রতিবাদী আপীলান্টের মৃত্যুর তারিখ অবধি

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
*	*	*
১৭৫থ। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬০ ধারানুসারে কোন প্রতিবাদীর বা ঐ ধারা এবং ঐ আইনের ৫৮২ ধারানুসারে কোন বাদী রেস্পণ্ডেণ্টের বা কোন প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্টের প্রার্থনা পত্র	ছয়মাস .	মৃত বাদীর মৃত্যুর বা মৃত প্রতিবাদী আপীলাণ্টের বা বাদী আপীলাণ্টের মৃত্যুর তারিখ অবধি।
১৭৫গ। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬৮ ধারানুসারে কোন মৃত প্রতিবাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্তকে প্রতিবাদী করাইবার, কিম্বা ঐ ধারা এবং ঐ আইনের ৫৮২ ধারানুসারে কোন মৃত বাদী রেস্পণ্ডেণ্টের বা প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্টের আইনমত স্থলাভিষিক্তকে বাদী রেস্পণ্ডেণ্ট করাইবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	মৃত প্রতিবাদীর মৃত্যুর বা মৃত বাদী রেস্পণ্ডেণ্টের বা প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্টের মৃত্যুর তারিখ অবধি
১৭৬ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২৫ ও ৫২৬ ধারা মতে আদালতে মীমাংসাপত্র অর্পণ করণার্থে প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	মীমাংসার তারিখ অবধি
১৭৭। মহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
১৭৮ এই তফসীলের অন্য স্থানে কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারায় যে প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় নাই এমত প্রার্থনাপত্র	তিন বৎসর	প্রার্থনা করিবার স্বত্ব বর্ত্তিবার সময়াবধি

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
	(তিন বৎসর চলিতেছে)	
১৭৯ ১৮০ নম্বরে কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারায় কোন দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করিবার বিধান হয় নাই, তন্নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	ঐ কিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞার সংসিত প্রতিলিপি রেজিষ্টরী হইয়া থাকিলে ছয় বৎসর	১ ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি অথবা ২ যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের শেষ ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি। বা ৩। যদি ডিক্রীর পুনরালোচনা হইয়া থাকে তবে সেই পুনরালোচনামতে নিষ্পাত্তির তারিখ অবধি। কিম্বা ৪ নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা গিয়া থাকে, তবে আইন অনুসারে উপযুক্ত আদালতের নিকটে ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী হওনের, বা জারী করণের সাহায্যার্থে কোন উপায় হওনের প্রার্থনাপত্রের তারিখ অবধি কিম্বা ৫ যদি নিয়মিখিত নোটিস প্রচার করা গিয়া থাকে, তবে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারামতে নোটিস জারী হওয়ার তারিখ অবধি। অথবা ৬ ডিক্রী কি আজ্ঞামতে "কোন" তারিখে টাকা দিবার আজ্ঞা থাকিলে, যদি সেই টাকা দেওয়া প্রবল করণের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র হইয়া থাকে, তবে সেই 'উক্ত" তারিখ অবধি *

* ৬ দফাগত 'কোন" "উক্ত" কথদ্বয় ১৮৭৯ সালের ১২ আইনদ্বারা সংশোধিত হইয়াছে

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
		প্রথম ব্যাখ্যা—যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা পৃথক্‌রূপে দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে হইয়া থাকে, ও যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হয়, তাহার যে অংশ যাঁহাকে দিতে হইবে, ইহা যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে এই প্রকরণের ৪ দফায় যে প্রার্থনাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহার বা যাঁহাদের স্থলাভিষিক্তের ঐ প্রার্থনা করেন কেবল তাঁহাদের পক্ষে সফল হইবে কিন্তু যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা সাধারণমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের মধ্যে এক কি কএক জন কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তের ঐ প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, তাঁহাদের সকলের পক্ষে সফল হইবে যদি ডিক্রি কি আজ্ঞা পৃথক্‌রূপে দুই কি তদধিক ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়া থাকে, ও যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হয়, তাহার যে অংশ

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
		যাঁহার দিতে হইবে, ইহা যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে প্রার্থনা করা যায়, কেবল তাঁহাদের কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্তদের বিপক্ষে তাহা সফল হইবে কিন্তু যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা সাধারণ মতে দুই কি তদধিক ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের এক কি কয়েক জনের কিম্বা তাহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা করা গেলে সকলেরই বিপক্ষে সফল হইবে দ্বিতীয় কথা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৬ বা ২২৭ ধারা মতে কিম্বা প্রকারান্তরে ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করা যে আদালতের কর্ত্তব্য "উপযুক্ত আদালত" শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে
১৮০ রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া যে বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা করেন তাহা, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা প্রবল করিবার প্রার্থনাপত্র	দ্বাদশ বৎসর . .	ঐ বিচার বা ডিক্রী বা আজ্ঞা প্রবল করণের স্বত্ববান ব্যক্তির সেই স্বত্ব ত্যাগ করিবার আধুনিক অধিকার যে সময়ে বর্ত্তে, সেই সময় অবধি। পরন্তু যদি সেই বিচার কি

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা	মিয়াদ	যে অবধি মিয়াদ চলে
		ডিক্রী কি আজ্ঞা পুনরুত্থাপন হইয়া থাকে, কিম্বা তদ্দ্বারা যে মূল টাকা প্রতিজ্ঞাত হয়, যে ব্যক্তি সেই টাকার কিম্বা সুদের দায়ী হন, তিনি কিম্বা তাঁহার সপক্ষ কর্মকারক যদি ঐ টাকা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার সাপক্ষ কর্মকারককে সেই মূল টাকার কিয়দংশ কিম্বা ঐ টাকার উপর সুদ দিয়া থাকেন, কিম্বা সেই টাকা পাইবার স্বত্বস্বীকারসূচক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন, তবে সেই ডিক্রীর পুনরুত্থাপনের কিম্বা সেই টাকা দেওনের কি স্বত্ব স্বীকার করণের তারিখ অবধি কিম্বা ইহার অন্যতর কর্ম শেষবার যে তারিখে করা যায় সেই তারিখ অবধি ঐ দ্বাদশ বৎসরের হিসাব ধরিতে হইবে

ইতি ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন সমাপ্ত।

১৮৮৭ সালের ১০ রেগুলেশন হইতে উদ্ধৃতাংশ।

উচ্চ বর্ম্মার প্রচলিত ষ্ট্যাম্প ও তামাদি সম্বন্ধীয় রেগুলেশন

৪ ধারা   ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় তামাদি আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২য় কি ৩য় বিভাগে যে যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন কিম্বা তাহার কোন অংশের উল্লেখ আছে, সেই স্থানে যে স্থলে ১৮৮৬ সালের উচ্চ বর্ম্মা সিভিল জষ্টিস রেগুলেশন প্রচলিত আছে, সেই স্থলে সেই রেগুলেশন কি তাহার অনুরূপ যদি কোন অংশ থাকে, তাহাই ব্যবহৃত হইল, এরূপ বুঝিতে হইবে

৫ ধারা   ১৮৮৬ সালের উচ্চ বর্ম্মার আইন সম্বন্ধীয় আইনের ৬ ধারার বিধানস্বত্বেও ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় তামাদি আইনের যে অংশ মোকদ্দমা রুজু করিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিতেছে, তাহার প্রচলন এই রেগুলেশন প্রচলনের দিন ও তৎপরবর্ত্তী দিন হইতে ১৮৯০ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে

৬ (১) ধারা   ১৮৮৬ সালের উচ্চ বর্ম্মার আইন সম্বন্ধীয় আইনের ৬ ধারা যে তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে, ঐ তারিখ হইতে ঐ দিনের পূর্ব্বে কি ঐ দিনে কোন সময়ে কোন মোকদ্দমা উহাতে প্রার্থিত প্রতীকার সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে তামাদি আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে এই হেতুবাদে সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে ডিসমিস্ হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমার যতটুকু ডিসমিস্ হইয়াছে, তাহা পুনরায় বিচারস্থলে আনা যাইতে পারে।

(২) ঐরূপে কোন মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইয়া থাকিলে, উহাতে যদি কোন আর্জি দাখিল হইয়া থাকে, তাহা বাদী কি তাহার আইনসঙ্গত স্থলাভিষিক্ত কেহ দরখাস্ত করিলে, তাহার নিকট হইতে কোনরূপ খরচ না লইয়া ঐ মোকদ্দমার ডিক্রের জাবেদা নকলসহ তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে ও তাহার দাবী যে আদালত ঐ মোকদ্দমা ঐরূপে ডিসমিস্ করিয়াছেন, সেই আদালতে কি সেই আদালত উঠিয়া গিয়া থাকিলে মোকদ্দমার যে পরিমাণ দাবী ডিসমিস হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা বা এলেকা আছে, এমন অন্য আদালতে ঐ ডিক্রের নকলসহ দাখিল করিলে তাহা পুনরায় গ্রহণ করা হইবে ও তজ্জন্য তাহার উপর নূতন রসুম লাগিবে না

৭ (১) ধারা   ১৮৯০ সালের ৩০শে জুন তারিখে কি তৎপূর্ব্বে কোন মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকিলে, কিম্বা ঐ দিনে কি তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শেষ ধারার বিধান অনুসারে পুনর্ব্বার রুজু হইয়া থাকিলে, তাহাতে ঐ মোকদ্দমার তারিখের পূর্ব্ব সময়ের যে পরিমাণ সুদের ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারিত তাহা ঐ মোকদ্দমার ডিক্রিকৃত আসল টাকার ঊর্দ্ধ হইবেক না।

(২) ১ উপধারার অর্থে

(ক) এই রেগুলেশন যে যে দেশে প্রচলিত হইয়াছে সেই সেই দেশের সর্ব্বত্র দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৪৩ ধারা প্রচলিত আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে

(খ) এই রেগুলেশনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে পুনরায় দাখিলী মোকদ্দমার তারিখ উহার পুনঃ দাখিলের তারিখ বর্ণনা করিতে হইবে

১৮৯০ সালের ৩ রেগুলেশন হইতে উদ্ধৃত অংশ।

ইংরেজাধিকৃত বেলুচিস্থানের সিভিল জষ্টিশ রেগুলেশন।

২৫ ধারা   ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় তামাদি আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ২য় ও ৩য় বিভাগে যে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন ও তদংশের উল্লেখ আছে, সেই উল্লেখ এই রেগুলেশনে, কি তাহার অনুরূপ অংশ সম্বন্ধে হইয়াছে বুঝিতে হইবে